১.

Basic Concepts

অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা
(Defination of Abnormal Psychology)

=> সাধারন মনোবিজ্ঞান ও সমাজ মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি, প্রত্যয় (ধারনা), নীতি এবং ফলাফল (সিদ্ধান্ত) সমূহকে - বিশেষ করে প্রত্যক্ষণ, শিক্ষণ এবং বিকাশ সম্পর্কিত জ্ঞানকে যখন মানুষের বিচ্যুত বা ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ ও অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে প্রয়োগ করা হয়, তখন তাকে অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান বলে (রোজেন ও গ্রেগরি বলেছেন,)।

"Abnormal psychology is the application of the concepts, principles, and findings of general psychology - primarily, the psychology of Learing and development, and social psychology - to deviant behaviours and experiences. (Rogen and Gregory, 1965, P-3).

অস্বাভাবিক আচরণের কারণ
(Causes of Abnormal Behaviour)

=> মনোবিজ্ঞানীদের কাছে স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক উভয় আচরণই সমভাবে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু একজন মনোচিকিৎসকের কাছে অস্বাভাবিক আচরণের চিকিৎসা করেন। অস্বাভাবী আচরণের কারন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হলে এর প্রতিকার করাও দ্রুত সম্ভব হবে। মানুষের আচরণ একটি জটিল বিষয়। এ আচরন বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যেমন ব্যক্তির শারীরবৃত্তীয় ঘটনাসমূহ তার আচরণের পেছনে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখতে পারে, এ কথা আমরা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু একজন মানুষ সমাজ ব্যতীত চলতে পারে না। তাকে সমাজের বিভিন্ন রীতি - নীতি, ~~আর্থ~~ আইন - কানুন ইত্যাদি অনুসরন করতে হয়। সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, পরিবেশ ইত্যাদি সবই ব্যক্তির আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ ব্যক্তির স্বভাবী ও অস্বভাবী আচরন শারীরবৃত্তীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও মনোবৃত্তীয় ঘটনাসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। অস্বাভাবী আচরণের কারন সমূহকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথাঃ

১। জৈবিক বা শারীরবৃত্তীয় কারণ (Biological causes)
২। মনোবৈজ্ঞানিক বা মনোবৃত্তীয় কারন (Psychological causes)
৩। কৃষ্টি সম্বন্ধীয় এবং সামাজিক কারন (Caltural and social causes)

২। জৈবিক বা শারীরবৃত্তীয় কারন (Biological causes)

অনেক মনোচিকিৎসক মনে করেন যে, অস্বাভাবী আচরন ব্যক্তির জৈব দৈহিক প্রক্রিয়ার ফসল যা ~~মস্তিষ্ক~~ মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কারণে হয়ে থাকে, এ সব মানসিক ব্যাধিকে মেডিক্যাল রোগ বলা যায়, এ সব ব্যাধির মূল কারন হিসেবে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে দায়ী করা হয়, মনে করা হয়ে থাকে যে, মানসিক অস্বাভাবীতা বংশানুক্রমিকভাবে থাকে বা মস্তিষ্ক ব্যাধির কারণে হয়ে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে আধুনিক পরীক্ষণমূলক বিজ্ঞানের বিকাশ লাভ ঘটে। সে সময় থেকে ~~এই~~ এনাটমি, শারীরবিজ্ঞান, রসায়ন, নিউরোলজি, মেডিসিন প্রভৃতি বিষয়ের দ্রুত উন্নয়ন ঘটে, এ বিষয়ের উন্নয়নের ফলে অনেক ব্যাধির জৈবিক কারন সম্বন্ধে জানা সহজতর হয়েছে। ইমিল ক্রেপলিন (১৮৫৬ – ১৯২৬) মানসিক ব্যাধির কারন নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এজন্য তাকে আধুনিক DSM III. R (Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders. Third edition Revised : সংক্ষেপে DSM III R.) এর অগ্রদূত বলা হয়। উল্লেখ্য করা যেতে পারে যে, আমেরিকান সাইক্রিয়েটিক এসোসিয়েশন (১৯৮৭) DSM III R. প্রনয়নের কাজ করেন।

ক) জেনেটিকস (Behavior Genetics)

জিনস্ প্রানীর জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া, দৈহিক কাঠামো ও কার্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করে, অর্থাৎ ব্যক্তির আচরণ শুধু জিনস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, Pogue - Geile and Rose (১৯৮৫) গবেষনার মাধ্যমে দেখেন যে, কিভাবে জেনেটিক উপাদান প্রাপ্ত বয়স্কদের ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁরা যমজদের ব্যক্তিত্বের উপর জেনেটিক উপাদানের প্রভাব সম্বন্ধে দীর্ঘ মেয়াদি গবেষনা কর্ম পরিচালনা করেন।

খ) দৈহিক গঠন (constitution)

ব্যক্তির দৈহিক গঠনের সাথে অস্বাভাবীতার একটি সম্পর্ক পাওয়া যায়, জার্মান

সিগমন্ড ফ্রয়েড বিশ্বাস করেন যে, একজন শিশু ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় সুষ্ঠভাবে অতিক্রম করতে পারলে তার ব্যক্তিত্ব সাবলীল হয়ে উঠবে, কিন্তু শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যদি সমস্যা দেয় তাহলে পরবর্তীকালে তার আচরণে অস্বভাবীতা দেখা দিবে।

(গ) শিশুর সাথে পিতা-মাতার অপ্রত্যাশিত সম্পর্ক:

একজন শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে পিতা মাতার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, পিতা মাতা হল শিশুর প্রথম বন্ধু। কিন্তু, এ পিতা-মাতার সাথে শিশুর সম্পর্ক নানা কারণে ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে। যেমন, অবহেলা, প্রত্যাখান, কঠোর শাসনে শিশুকে লালন-পালন করা, অতিরিক্ত যত্ন নেওয়া, অযথা ধমক দেওয়া ইত্যাদি।

(ঘ) বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক পরিবেশ:

বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক পরিবেশ শিশুদের অস্বভাবী আচরণ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। যেমন, ভাই-বোনদের দ্বন্দ্ব ও কলহ, পিতা-মাতার দাম্পত্য কলহ, পিতা-মাতার কঠোর মনোভাব, সন্তানদের সাথে মাতৃসুলভ বা পিতৃতুল্য আচরণ প্রদর্শন না করা ইত্যাদি।

(ঙ) হতাশা ও আত্মরক্ষামূলক কৌশল:

হতাশা বা ব্যর্থতা থেকে অস্বভাবী আচরণের উদ্ভব হয়ে থাকে। জীবন সংগ্রামে আমরা সবসময় জয়ী হতে পারি না, মাঝে মাঝে পরাজিত হয়ে হতাশাগ্রস্থ হই, সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে উপনীত হলে আমরা বেশি মাত্রায় হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ি। এরূপ হতাশা থেকে ব্যক্তির মধ্যে আগ্রাসন ভাব সৃষ্টি ~~করে~~ হয়। সাধারণ মাত্রার চেয়ে কেহ যদি বেশি মাত্রায় ~~হতাশাগ্রস্থ~~ সন্তুষ্টি ~~হতে চায়~~ অর্জন করতে চায় তা হলে হতাশা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ সীমাতিরিক্ত সন্তুষ্টি বিধান অনেক সময় সম্ভব হয় না। একটি সমাজের প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ সুবিধা যদি ব্যক্তির সন্তুষ্টির মধ্যে না থাকে তাহলে ব্যক্তি সহজেই মানসিক পীড়ন অনুভব করবে।

(৬) মনোবৃত্তীয় বঞ্চনা :

মনোবৃত্তীয় বঞ্চনা থেকে অস্বাভাবী আচরণের উদ্ভব হয়ে থাকে, বিভিন্ন মনোবৃত্তীয় ~~অনেক~~ বঞ্চনা ঘটতে পারে, যেমন - যৌনিষয় বঞ্চনা, মাতৃস্নেহের বঞ্চনা, সামাজিক বঞ্চনা প্রভৃতি।

যৌনিষয় বঞ্চনা : ফ্রয়েডের মতে শিশুর জন্মের শুরু থেকে ১৮ মাস পর্যন্ত যৌনিষয় পর্যায়ে সীমিত। ঐ সময় শিশুর যৌন প্রেষণা তার মুখে ঠোঁটে সীমিত থাকে। এ পর্যায়ে সে চুষতে আনন্দ পায়, দাঁত দিয়ে কামড়াতে ও চিবাতে পছন্দ করে। কিন্তু অনেক পিতামাতা শিশুর কামড়ানো ও ~~চিবাতে~~ চুষার কাছে বাধা প্রদান করে, ফলে শিশুর বিশেষ চাহিদা অপূর্ণ থেকে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, যে সব শিশুকে চুষতে ও কামড়াতে দেওয়া হয় তারা পরবর্তীতে সাবলীল আচরণ করে এবং তাদের আচরণ খোশমেজাজী হয়। অন্যদিকে যে সব শিশুকে এ কাজে বাধা দেওয়া হয় তাদের অনেকেই পরবর্তীতে খিটখিটে মেজাজি হয় এবং অনেকের গোলযোগ দেখা যায়।

মায়ের স্নেহ : শিশুর সাবলীল ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সহায়ক হল মায়ের স্নেহের পরশে শিশুর জীবন বিকশিত হয়। যেসব শিশু মায়ের স্নেহ, মমতা থেকে বঞ্চিত হয় তাদের অনেকের ব্যক্তিত্ব বিকাশে নানা রকম অস্বাভাবিতা দেখা যায়।

সামাজিক বঞ্চনা : মানুষ সামাজিক জীব, সমাজের রীতিনীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ, ন্যায়-নীতি প্রভৃতি থেকে শিশু সামাজিক আচরণ অর্জন করে থাকে। কিন্তু যে সব শিশুর সমাজের বাইরে থেকে বড় হয় তারা সামাজিক আচরণ অর্জন করার সুযোগ পায় না, ফলে ঐসব মানুষের মধ্যে অস্বাভাবী আচরণ উদ্ভব হতে পারে।

৩। কৃষ্টি সম্পর্কিত এবং সামাজিক কারণ

চিহ্নিত করা যেতে পারে, যার মধ্যে পিতামাতার অবহেলা বা অপব্যবহার পরিবারের সদস্য বা বন্ধুর মৃত্যু বা কোনরূপ আঘাত জনিত সমস্যা সাক্ষ্য থাকতে পারে। শুধুমাত্র মানসিক পীড়ন থেকেই কিন্তু মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয় না, কিন্তু নেতিবাচক ঘটনাগুলি আরও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ব্যক্তিকে আরও দুর্বল ও ব্যাধিগ্রস্থ করে তোলে।

শৈশব বিকাশের প্রাসঙ্গিকতা :

উদ্বেগ, উদ্বেগজনিত পরবর্তী বিলক্ষণ, Stress Disorder Schizophrenia, শৈশব এবং কৈশোর অবস্থায় অবসাদের লক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য Diathesis Stress Model টি উল্লেখযোগ্য ভাবে এই প্রকার গবেষনায় ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণা-টি পরামর্শ দেয় যে এটি একমাত্র জিন বা পরিবেশগত কারন নয় যা থেকে হতাশার সৃষ্টি হয়, পরিবর্তে এটি বলা যায় যে, পীড়নযুক্ত পরিবেশগত কারনের সাথে জিনগত উপাদানের মিশ্রণে হতাশার উচ্চ সম্ভবনা বৃদ্ধি পায়। (Luby, Belden & Spitznagel, 2006)

যে সকল জৈবিক ঝুঁকিগুলি শৈশবের সাময়িক চাপের সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলি হল মাতৃ হতাশা, উদ্বেগ, মোকাবিলা করার ক্ষমতা এবং নিজস্ব উপলব্ধির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ। বিশেষত এটি চাপজনক ঘটনার বিষয়ে সন্তানের জ্ঞানীয় উপলব্ধি গুলি একটি জৈবিক ঝুঁকির কারন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে কারণ যার চাপ দেখা যায় সেই শিশুটি সেই পরিবেশগত পীড়নকে ধনাত্মক বা ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক কীভাবে দেখছে তার উপর। কিছু জৈবিক দুর্বলতা দীর্ঘস্থায়ী এবং তীব্র পরিবেশগত পীড়নের সাথে সংযুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন শিশু বিভিন্ন প্রকার মানসিক পীড়ন, নির্যাতন, পিতামাতার সংঘাত, বন্ধুহীনতা বিভিন্ন চাপের সম্মুখীন হয়, এই প্রকার পরিবেশগত পীড়নগুলি জৈবিক দুর্বলতা গুলিকে প্রভাবিত করতে পারে। যার ফলে শিশু অবস্থায় হতাশার লক্ষণ দেখা দেয়। যদি দুটি শিশু একত্রে একই প্রকার পরিবেশগত পীড়নের সম্মুখীন হয় তাহলে তাদের মধ্যে যেই শিশুটি জৈবিক ভাবে দুর্বল সে সহজেই হতাশার সম্মুখীন হয় তুলনায় যার জৈবিক দুর্বলতা বেশি তার থেকে।

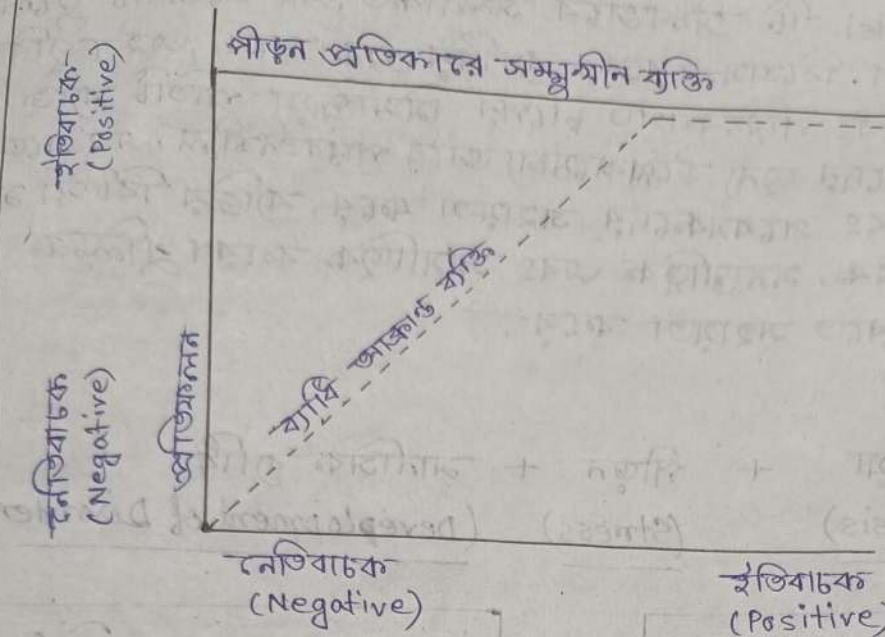

পরিবেশের সাথে প্রতিফলনের লেখচিত্র :

এই লেখচিত্রটি থেকে বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি পরিবেশের সম্মুখীন হয় এবং তার পীড়ন প্রতিকারের প্রতিফলন ও যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি সহজেই মানসিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়।

৬.

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক আচরণের পার্থক্য

Difference between Normal and Abnormal Behavior

=> স্বাভাবিক ও অস্বাভাবী আচরণকে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। স্বাভাবিক আচরণ বলতে এমন কতকগুলো আচরণকে বুঝায় যা একটি দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির অধিকাংশ জনগণের আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে সব আচরণ সমাজ ও কৃষ্টি দ্বারা সমর্থিত হয়েছে এবং এরূপ আচরণকে দেশের জনগোষ্ঠি একটি আদর্শ মডেল (Ideal Model) হিসেবে অভিহিত করে থাকে, অর্থাৎ সমাজ সমর্থিত, গ্রহণযোগ্য ও আদর্শ আচরণকে আমরা স্বাভাবিক আচরণ বলতে পারি। অন্যদিকে অস্বভাবী আচরণ বলতে বোঝায় যে সব আচরণ স্বাভাবিক নয় যা স্বাভাবিক আচরণ থেকে যে সব আচরণ দূরে সরে গিয়েছে বা যে সব আচরণ একটি দেশের আদর্শ ও গ্রহণযোগ্য আচরণের পরিপন্থী স্বভাবী ও অস্বাভাবি আচরণের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তা শুধু সময়ের ব্যাপার। অতীতে যেসব আচরণ অস্বভাবী ছিল তা আজ স্বাভাবিক। সমাজ, সভ্যতা ও কৃষ্টির পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবী আচরণের রূপরেখা পরিবর্তিত হয়। তাছাড়া, স্বভাবী ও অস্বভাবী আচরণের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তা হল মাত্রা ও তীব্রতার। ~~নিম্নে~~ স্বাভাবিক ও অস্বভাবী আচরণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হল।

১। ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অলীক প্রত্যক্ষণ :

স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অলীক প্রত্যক্ষণ দেখা যায় না। অন্যদিকে অস্বাভাবিক ব্যক্তিদের মধ্যে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অলীক প্রত্যক্ষণ দেখা যায়।

২। বাস্তবের সাথে সংযোগ :

স্বাভাবিক ব্যক্তিরা বাস্তব ঘটনাবলীর সাথে সংযোগ বজায় রেখে চলতে পারে, অন্যদিকে অস্বাভাবিক ব্যক্তিরা বাস্তবের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে পারে না।

৩। সমস্যা :

স্বাভাবিক ব্যক্তিরা তাদের দৈহিক ও মানসিক সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পারে, এবং সমস্যা সমাধানের আচরণ করে। অন্যদিকে অস্বাভাবিক ব্যক্তিরা তাদের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারে না এবং সমাধানমূলক আচরণও করতে পারে না।

realme
Shot by Piyali
realme 9 Pro+ 2023 10 06 14:56

শিশু বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে Diathesis Stress Model এটি ভীষণভাবে সম্পর্কিত. এই মডেলটি তুলে ধরে কোন ব্যক্তির বিশেষ ধরনের ব্যাধির প্রবণতাকে. এই জৈবিক কারণগুলি এবং পরিবেশগত চাপের মিথস্ক্রিয়া প্রতিটি ব্যক্তি, শিশু বা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তনশীল. এই মডেলটি চিকিৎসক এবং গবেষকদের সহায়তা করে. ব্যক্তির বিভিন্ন মানসিক ব্যাধির জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক কারণগুলিকে উদ্ঘাটন করতে সহায়তা করে।

Diathesis Stress Model

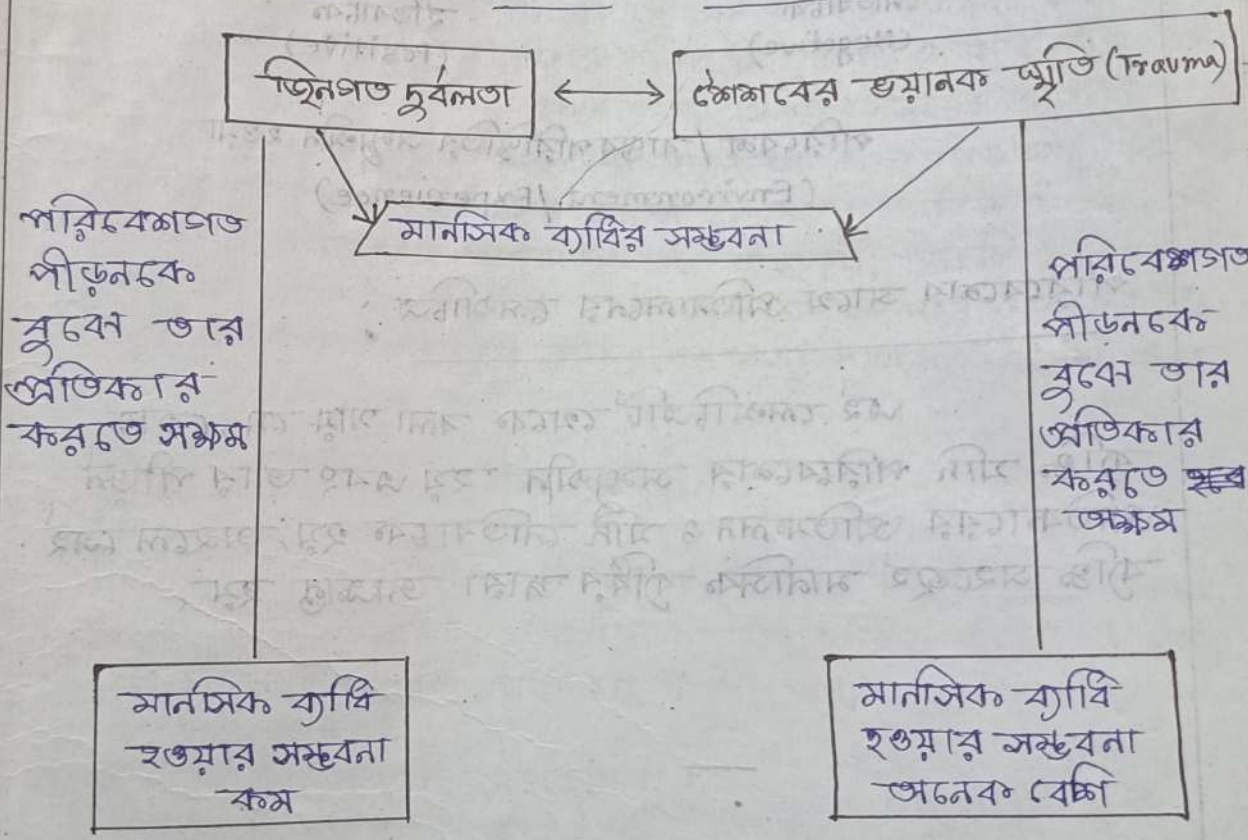

সুতরাং আমের রেখাচিত্র থেকে এটি স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, যেই ব্যক্তি তার প্রতিকূল পরিবেশগত পীড়নের সম্মুখীন হতে পারবে তার ক্ষেত্রে মানসিক ব্যাধি হওয়ার সম্ভবনা অনেক কম হবে।

realme Shot by Piyali
realme9 Pro+ 2023.10.06 14:56

৪। অন্তর্দৃষ্টি :

ব্যক্তি স্বাভাবিক ব্যক্তিদের অন্তর্দৃষ্টি থাকে এবং অস্বাভাবিক ব্যক্তিদের অন্তর্দৃষ্টি ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

৫। হতাশা ও দ্বন্দ্ব :

স্বাভাবিক আচরণ সম্পন্ন হতাশা ব্যঞ্জক ও দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতিতে একটি স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে; অন্যদিকে, এরূপ নেতিবাচক পরিস্থিতিতে অস্বভাবী ব্যক্তিদের অস্বাভাবী আচরণের তীব্রতা আরো বেড়ে যায়।

৬। আবেগ :

স্বাভাবিক ব্যক্তিদের আবেগ পরিমিত ও সংযত, অন্যদিকে অস্বাভাবিক ব্যক্তিদের আচরণ আবেগ অসংযত।

৭। চিন্তা ও অনুভূতি :

স্বাভাবিক ব্যক্তিদের চিন্তা ও অনুভূতিতে সামঞ্জস্যতা থাকে। অন্যদিকে, অস্বাভাবিক ব্যক্তিদের চিন্তা ও অনুভূতিতে অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়।

~~স্বাভাবিক ব্যক্তিদের চিন্তা আচরণ ব্যক্তিদের চিন্তা ও অনুভূতিতে সামঞ্জস্যতা থাকে। অন্যদিকে, অস্বাভাবিক ব্যক্তিদের~~

৮। প্রেষণা :

স্বাভাবিক আচরণ ব্যক্তিকে তার জৈবিক ও সামাজিক প্রেষণাগুলো পূরণ করতে সাহায্য করে, অন্যদিকে অস্বাভাবিক আচরণ ব্যক্তির জৈবিক ও সামাজিক প্রেষণা গুলি ~~প্রদানে~~ পূরণে বাধা প্রদান করে।

৯। পরিসংখ্যান মূলক মানদণ্ড :

পরিসংখ্যানমূলক মানদণ্ড অনুযায়ী বলা যায় যে, একটি জনগোষ্ঠির অধিকাংশ লোক যে আচরণ করবে তা স্বাভাবিক এবং যে আচরণ কম সংখ্যক লোক করবে তা অস্বাভাবিক। অবশ্য, পরিসংখ্যানমূলক মানদণ্ডের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন। একজন শিল্পীর সৃজনশীল ক্ষমতা ও প্রতিভার ব্যাপারটি কম সংখ্যক লোকের মধ্যে দেখা যায়। তাই বলে এরূপ আচরণ অস্বাভাবিক নয়।

২০। সামাজিকভাবে বিচ্যুত আচরন :

যে সব আচরন সামাজিক ভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে তাকে অস্বাভাবী আচরন হিসেবে চিহ্নিত করা ~~হয়~~ যায়. অপর পক্ষে, যে সব আচরন সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং পরিত্যক্ত নয় তাকে স্বাভাবিক আচরন বলা যেতে পারে, অবশ্য এরূপ ~~বক্ত~~ বক্তব্যের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সকল বিচ্যুত আচরণই ~~অস্বাভাবিক নয়~~ অস্বভাবী নয়।

২১। অসংগতিমূলক আচরন :

স্বভাবী আচরন হল সংগতিমূলক এবং ~~অস্বাভাবী~~ অস্বভাবী আচরন ~~হিসেবে চিহ্নিত করা যায়. অপরপক্ষে, যে সব আচরণ সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য~~ হল অসংগতিমূলক। উল্লেখ্য যে, এমন অনেক আচরন আছে যা অসংগতিমূলক, কিন্তু তাই বলে তা অস্বভাবী নয়। যেমন, একজন শারীরিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তির সংগতিপূর্ণ আচরন করতে পারবে না। কিন্তু তাই বলে একে মনোবৈজ্ঞানিকভাবে অস্বাভাবী আচরণ বলা যাবে না।

২৩। সংগতিপূর্ণ আচরন :

স্বাভাবিক আচরণ হল সংগতিপূর্ণ এবং অস্বভাবী আচরণ হল অসংগতিপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায় যে, স্বাভাবিক ও অস্বভাবী আচরণের ব্যাপারটি মূলত আপেক্ষিক, কেহ বেশি অস্বভাবী আচরণ করে থাকে এবং কেহ কম অস্বভাবী আচরণ করে থাকে।

realme Shot by Piyali
realme 9 Pro+ 2023.10.06 14:57